দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 05 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ছাত্ররাই আবার ছাত্র রাজনীতির হাল ধরুক

দেলোয়ার হোসেন আরিফ

ছাত্রদেরই ছাত্র রাজনীতির কাণ্ডারী হওয়ার কথা ছিল। কারণ ছাত্র রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রদের নানান সমস্যা নিয়ে কাজ করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রদের চেয়ে অছাত্রদের প্রাধান্যই বেশি। ছাত্রদের সমস্যা দেখার চেয়ে ছাত্রনেতারা ব্যস্ত থাকত মূল দলের হয়ে লেজুড়বৃত্তি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে। এসব কারণেই বেশ কিছুদিন আগে সুশীল সমাজে 'ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া হবে কিনা'— এ রকম একটি বিতর্ক দেখা গিয়েছিল। এ দাবির পেছনে অবশ্য যথেষ্ট কারণও ছিল। অনেক দিন ধরেই ছাত্র রাজনীতি অছাত্র, সন্তানের পিতা, ব্যবসায়ী এবং ঠিকাদারদের হাতে থাকার ফলে ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ম্লান হতে বসেছিল।

এ রকমই একটি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাম্প্রতিক সম্মেলনের মাধ্যমে ঘটে গেল এ দেশের ছাত্র রাজনীতি তথা গোটা রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সারাদেশ থেকে আসা কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হলো সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক, যাদের কারও বয়সই ২৯ বছরের বেশি নয় এবং এদের নিয়মিত ছাত্রত্ব এখনও বজায় আছে। ফাইবার গ্লাস দিয়ে নির্মিত স্বচ্ছ ব্যালটবাক্সে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার মাধ্যমে সারাদেশ থেকে আসা কাউন্সিলররা আগামী ২ বছরের জন্য তাদের নেতা নির্বাচিত করেছে।

এটি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। ছাত্রদের হাতে ছাত্র রাজনীতি তুলে দেবার জন্য তিনি এবার অনেক ছাড় দিয়েছেন। ছাত্রলীগের অনেক ত্যাগী বয়স্ক নেতাকে মুহূর্তের ঘোষণায় হতাশ করেছেন। ইতি টেনেছেন তাঁদের যুগব্যাপী ছাত্র রাজনীতির। এই সিদ্ধান্তটি অবশ্যই একটি বলিষ্ঠ এবং দেশপ্রেমমূলক সিদ্ধান্ত। কেননা এখানে তিনি দলের সাময়িক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহতকরণে জোর দিয়েছেন। আমরা দেখেছি বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্ররাই সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের এই দুঃসময় অতিক্রান্ত করার যে আন্দোলন-সংগ্রাম চলছে সেখানে ছাত্রসমাজের একটি জোরাল ভূমিকা রাখতে হবে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশন সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত। আগামী নির্বাচনের আগে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংলাপের পাশাপাশি ১৪ দল রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাবার ঘোষণা দিয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এটি বোধগম্য যে, ১৪ দলের অন্যতম প্রধান দল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন হিসাবে এ আন্দোলনে ছাত্রলীগ একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে। অভিজ্ঞ নেতৃত্ব থাকলে হয়ত ছাত্রলীগের ভূমিকা আরও অনেক কৌশলী হতো। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় অভিজ্ঞ এবং দীর্ঘদিন রাজপথে আন্দোলন-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থাকা নেতাদের দিয়ে ছাত্রলীগের এবারের কমিটি না করে শেখ হাসিনা নিজ দলের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। দীর্ঘদিন ধরে একটি সমালোচনা চলে আসছিল, আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতরেই গণতন্ত্রের চর্চা নেই। শেখ হাসিনা বোধহয় প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব নির্বাচনের মাধ্যমে নিজ দলের মধ্যে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। বয়স্ক নেতাদের বাদ দিয়ে প্রকৃত ছাত্রদের হাতে ছাত্র রাজনীতির দায়িত্বভার তুলে দেয়ার সূচনাও করলেন তিনি। আগামী কয়েক মাসের আন্দোলন-সংগ্রামে আওয়ামী লীগ কিংবা ১৪ দল বৈষয়িকভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটি নতুন মাত্রা নিয়ে আসার জন্য এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ইতিহাসে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। সূচনা করল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি নতুন যুগের। এখন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যেও দেশবাসী এ রকম উদ্যোগ দেখতে চায়। যদি সকল রাজনৈতিক দল ছাত্রদের দিয়ে ছাত্র রাজনীতি চর্চা অব্যাহত রাখে তবে আমাদের দেশের ছাত্র রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এ দেশবাসী জানেন যে '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, '৯০-এর গণআন্দোলনসহ এ পর্যন্ত আমাদের দেশে যত আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে সেখানে ছাত্রসমাজের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ক্ষেত্রে ছাত্র রাজনীতির ভূমিকাও স্মরণযোগ্য। অবশ্য দেখা যায় পাকিস্তানী শাসনামলে যে আন্দোলন হয়েছে কিংবা বাংলাদেশ হওয়ার পর আশির দশক পর্যন্ত মেধাবীরাই ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্বে আসার সুযোগ পেত। অছাত্রদের তো নেতৃত্বে আসার প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু '৭৫ সালে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে যে নৈরাজ্যের শুরু হয়েছিল তার হাওয়া ছাত্র রাজনীতিকেও কর্দমাক্ত করেছিল। তাই আমরা দেখি '৭৫ পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে সামরিক শাসকরা নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে অস্ত্র, অর্থ দিয়ে কলুষিত করেছে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল ছাত্র রাজনীতির ইতিহাসকে। এসবেরই ধারাবাহিকতায় এ দেশের সাধারণ মানুষের মনে ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। যে ছাত্র রাজনীতি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত প্রশ্ন এসেছে সে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া উচিত কি-না। ছাত্রনেতাদের প্রতি, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ ছাত্রদের প্রতিও সাধারণ মানুষের মনে শ্রদ্ধাবোধ কমেছে। এসবই হয়েছে সন্ত্রাসী, মস্তান, ঠিকাদার এবং কোন কোন সময় কয়েক সন্তানের পিতার মতো লোকদের হাতে ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্ব থাকার কারণেই। ছাত্রাবস্থায় আমরা দেখেছি হলের খাবারের মান, সিট সমস্যা, শিক্ষা উপকরণের মূল্যবৃদ্ধিসহ ছাত্রদের নানা সমস্যা নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো কথা বলেছে কম। তার চেয়ে তারা বেশি ব্যস্ত থেকেছে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি করে নিজেদের পকেটভারি করার মতো কাজে। এসব কারণেই ছাত্র রাজনীতির মুখে চুনকালি পড়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের এবারের সম্মেলনের মাধ্যমে এ দেশের ছাত্র রাজনীতির হৃতগৌরব ফিরে আসার সূচনা হবে বলে আমরা আশা করতে পারি যদি অন্য রাজনৈতিক দলগুলোও আওয়ামী লীগের পথ অনুসরণ করে। ছাত্র সংগঠনগুলোর পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরেও গণতন্ত্র চর্চা আরও সুসংহত হবে বলে দেশবাসী আশা করছে।

[লেখক সহকারী অধ্যাপক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]
delwarif@yahoo.com